Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
UGC Approved Journal Serial No. 47694/48666
Volume-VI, Issue-IV, April 2018, Page No. 64-78
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

হস্তচালিত তাঁত : একটি বিশ্লেষণাত্মক প্রতিবেদন

Chandan Das
Research Scholar, Centre for Studies in Social Sciences, Kolkata, India

Abstract

Handloom industry is famous in West Bengal for its traditional characteristics. Different handloom production centres of West Bengal provide identical characteristics as well. Here we consider Santipur as a case of handloom production and on the basis of production system, we may raise the question what is handloom? And who is the weaver? The answer becomes more complex.

Key Words: Changing nature of handloom, Wage Labours, Independent & Dependent Weavers.

ভূমিকা: বর্তমানে হ্যান্ডলুমের কথা ভাবতে গিয়েই মাথায় আসে যে হস্তচালিত তাঁত আসলে কি? এবং হস্তচালিত তাঁতি কে?। উক্ত বিভাগগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণ বিভিন্ন সময়ে এই বিষয়গুলির ধারণা ক্রমাগত পরিবর্তন হয়েছে অর্থাৎ উক্ত বিষয়গুলি কখনোই স্থিতিশীল নয়, যদিও স্বদেশ প্রেমিকেরা শিল্পীকে অন্যভাবেই দেখতে অভ্যস্ত। ডগলাস ই. হায়নেস তাঁর *'Small Town Capitalism in Western India '* পুস্তকে তিনি ১৮৭০-১৯৬০ সাল পর্যন্ত বোম্বে শহরের ইনফরমাল বা অরীতিসিদ্ধ অর্থনীতি সংক্রান্ত আলোচনায় বলেছেন যে "*Nationalist conceived of artisans largely as figures external to capitalism*[1] " অর্থাৎ জাতীয়তাবাদী[2] বা স্বদেশ প্রেমিকেরা শিল্পীকে সবসময় পুঁজিবাদ থেকে পৃথক করে ভেবেছেন, কিন্তু বাস্তব তো একেবারেই পৃথক। উপরিউক্ত প্রশ্নগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণ আসলে কি সংরক্ষণের চেষ্টা হচ্ছে তা বোঝার ক্ষেত্রে বিষয়গুলির অনুধাবন জরুরী।

শান্তিপুরের হস্তচালিত তাঁতশিল্পের গৌরবান্বীত অতীত বেশ প্রাচীন। ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য হস্তচালিত তাঁতশিল্প কেন্দ্র থেকে শান্তিপুরী শাড়ি ডিজাইন বিশেষ বৈশিষ্ট্যযুক্ত ঐতিহ্যবাহী নক্সা যেমন আঁশপাড়, ভুমরী, নীলাম্বরী জাতীয় নক্সা অন্যান্য অঞ্চলের হস্তচালিত তাঁতের শাড়ি থেকে পৃথক করেছে। এই পর্যায়ে সমগ্র ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে শান্তিপুরের হস্তচালিত তাঁতশিল্পের ক্রমবিবর্তিত সংজ্ঞা এবং প্রচলিত সংজ্ঞায় তাঁতির পরিচয় ও তার প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করছি। প্রাথমিক পর্বে উপরিউক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য হস্তচালিত তাঁতশিল্পের সংজ্ঞা অনুধাবন প্রয়োজন যা নিম্নলিখিত আলোচনায় স্পষ্ট হবে।

---

[1] *Haynes, Douglas E(2012). 'Small Town capitalism in Western India: Artisans, Merchants and The Making of The Informal Economy, 1870-1960 ', Page 2, Cambridge University Press.*

[2] জাতীয়তাবাদী বলতে যারা বিভিন্ন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষের হস্তশিল্পের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন মিলে বা যন্ত্রে উৎপাদিত দ্রব্যের পরিবর্তে, তাঁদের মতে হস্তশিল্প শুধুমাত্র হাতের দক্ষতার ওপর নির্ভরশীল কোন প্রযুক্তির কৌশলের পরিবর্তে।

হস্তচালিত তাঁতের পরিবর্তনশীল সংজ্ঞা: হস্তচালিত তাঁত আসলে কি? শুধুই কি বয়ন পদ্ধতি নাকি সমগ্র উৎপাদন ক্রিয়া ও পদ্ধতি সংযুক্ত?।উত্তর প্রসঙ্গে একথা বলে রাখা দরকার যে সমগ্র উৎপাদন প্রক্রিয়াই হস্তচালিত তাঁতশিল্পের অংশ বলে বিবেচিত হলেও সময়ের পরিবর্তনে উক্ত ধারনা অনেক গতিশীল হয়েছে বা বলা ভালো যে হস্তচালিত তাঁতশিল্পের সংজ্ঞায় সমগ্র উৎপাদন পদ্ধতি ও পরিকাঠামো সংযুক্ত, শুধুমাত্র অন্তিম উৎপাদিত দ্রব্যের পরিবর্তে। যদিও এই ধারণা সময়ের সাথে সাথে অনেক পরিবর্তন হয়েছে অর্থাৎ হস্তচালিত তাঁতশিল্প ব্যাপক পরিকাঠামোগত পরিবর্তনের সাক্ষী হয়েছে ভারতবর্ষ যার পরিচয় বহন করছে হস্তচালিত তাঁত, সংলগ্ন যন্ত্রপাতি ও বয়নে উপযুক্ত সুতো প্রস্তুত পদ্ধতির পরিবর্তন, পাশাপাশি কাঁচা সুতোয় ডায়িং ও নক্সা তৈরিতে বিপুল পরিবর্তন ভারতবর্ষের হস্তচালিত তাঁতশিল্পকে গতিশীল করেছে। শুরুতে বাংলার হস্তচালিত তাঁতশিল্প সম্পর্কে অধ্যাপক সুশীল চৌধুরীর পৃথিবীর তাঁতঘর[3] পুস্তক থেকে বাংলার তাঁত বয়ন প্রণালীর চিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি উৎপাদন সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্ট করণের লক্ষে।

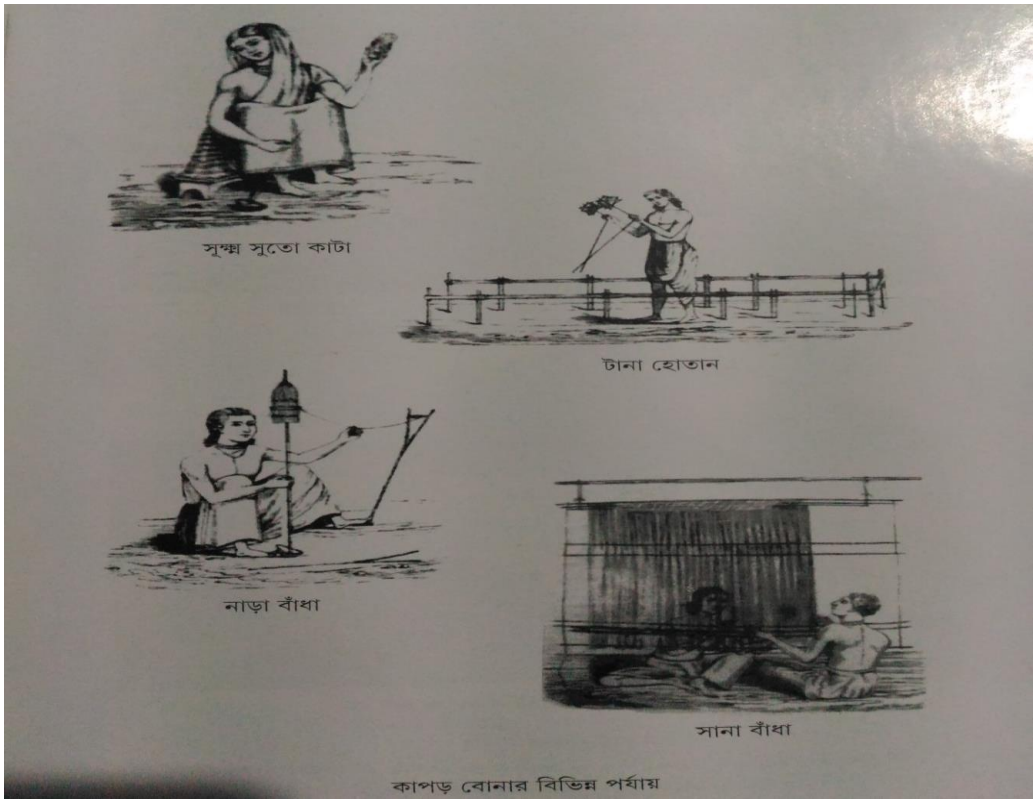

সূত্র*: J. Forbes Watson, "The Textile Manufactures and the Costumes of the People of India, London, 1866, sketches between pages 64-66 cited from* চৌধুরী,সুশীল(২০১৪). ' পৃথিবীর তাঁতঘরঃ বাংলার বস্ত্রশিল্প ও বাণিজ্য ',পৃষ্ঠা ৩৬-৩৭,আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড,৪৫,বেনিয়াটোলা লেন,ক্যালকাটা ৭০০০০৯।

[3] চৌধুরী,সুশীল(২০১৪). ' পৃথিবীর তাঁতঘরঃ বাংলার বস্ত্রশিল্প ও বাণিজ্য ',পৃষ্ঠা ৩৬-৪৩,আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড,৪৫,বেনিয়াটোলা লেন,ক্যালকাটা ৭০০০০৯।

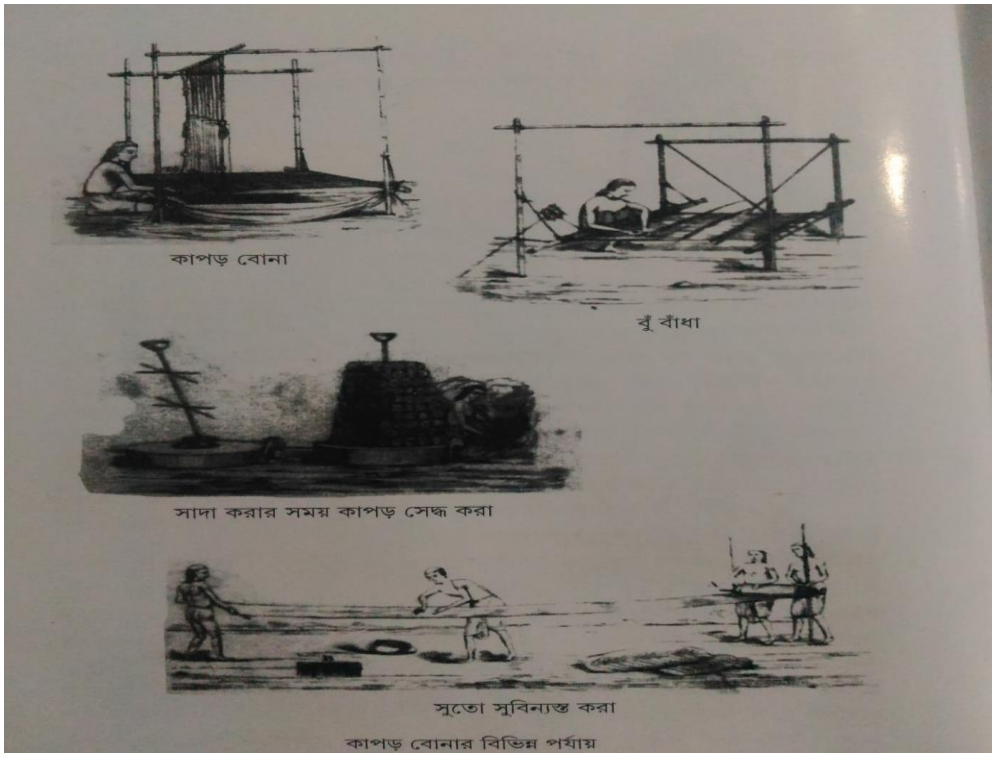

সূত্র *J. Forbes Watson, "The Textile Manufactures and the Costumes of the People of India, London, 1866, sketches between pages 64-66 cited from* চৌধুরী,সুশীল(২০১৪). ' পৃথিবীর তাঁতঘরঃ বাংলার বস্ত্রশিল্প ও বাণিজ্য ',পৃষ্ঠা ৩৬-৩৭, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন,ক্যালকাটা ৭০০০০৯।

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় নির্দেশিত দুটি চিত্রের অতি সংক্ষেপে আলোচনা করে মূল অংশে গুরুত্বপূর্ণ ও পরিবর্তনশীল প্রণালীর অংশগুলি বিস্তারিত আলোচনা করবো। নিম্নে অধ্যাপক সুশীল চৌধুরীর পৃথিবীর তাঁতঘর[4] পুস্তকে বর্ণিত প্রণালীগুলীর একটি সংক্ষিপ্তরূপ আলোচিত হল।

১) সুতো নাটান ও সূক্ষ্ম সুতো কাটা (Winding & Preparing the yarn)- সুতো কাটা হলে সূক্ষ্মতা অনুযায়ী সেগুলিকে দু'ভাগ করে যেগুলি তুলনায় বেশি সূক্ষ্ম সেগুলির ব্যবহার হত 'বানায়' আর অন্যভাগ 'টানায়'।টানার সুতো তিনদিন জলে ডুবিয়ে ও দিনে দু'বার সেই জল পরিবর্তন করে অবশেষে নিংড়ে রাখা হয় বাঁশের ছোট ফলকে, সেখান থেকে সেগুলি আবার গুটিয়ে নেওয়া হত বড় বাঁশের 'নাটাইয়ে'।

২) টানা হোতান (Warping)- টানা হোতানোর কাজ হয় তাঁতির বসতবাড়ির কাছে কোন খোলা জায়গায়।কাপড়ের মাপ আন্দাজ করে মাটিতে আড়াআড়িভাবে দু'সারি খুঁটি পুঁততে হত। তারপর তাঁতি দুহাতে কাঁচের গুড়ো নিয়ে খুঁটির একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত এমনভাবে আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকে যাতে খুঁটিতে তাঁতির হাতের সুতোর নাল লেগে থাকে।

৩) সানা বাঁধা (Applying the reel to the warp)- টানা হোতানের পরই সানা বাঁধা।তবে কখনো কখনো নারদ বাঁধার পরেও সানা বাঁধা হয়। সানা হল সরু কঞ্চি দিয়ে তৈরি চাটাই। সানা তৈরি হলে সানা ও টানা সুতো ভাঁজ করে ঝুলিয়ে রাখা হয়। তারপর দুজনে বসে টানা ও সানার সুতো চালাচালি করে সানায় বেঁধে ফেলা হত টানার সুতো।

[4] চৌধুরী,সুশীল(২০১৪). ' পৃথিবীর তাঁতঘরঃ বাংলার বস্ত্রশিল্প ও বাণিজ্য ',পৃষ্ঠা ৩৬-৪৩,আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড,৪৫,বেনিয়াটোলা লেন,ক্যালকাটা ৭০০০০৯।

৪) নারদ বাঁধা (Beaming or Applying the warp to the end roll of the loom)- সানা বাঁধার পরের ধাপ হল নারদ বাঁধা। এজন্য তাঁতির পেছনে একজন টানা সুতো সানার ওপর ভাঁজ করে রাখতো এবং অন্যজন একপ্রান্তের ভাঁজ খুলে নিয়ে তার ভেতরে বাঁশের শলা বা সরু কাঠি পুরে দিত। সেই শলা শক্ত করে বাঁধা হত তাঁতের পেছনে নারদের সাথে।টানা সুতো ঠিকভাবে সাজানোর জন্য ব্যবহার করা হত বেতের ব্রাশ এবং একটি বেত। টানা সুতো এমন মসৃণভাবে সাজানো হত যাতে সুতোর বিন্দুমাত্র ক্ষতি না হয়। এভাবে সাজানো হলে টানা সুতো সমেত তাঁতের নারদ আস্তে আস্তে ভাঁজ করতে হত।

৫) বু-বাঁধা (Preparing the heddles or harness)- এরপরে বু-বাঁধার পালা। বু হল একধরণের লাল দড়ি বা সুতো,যা দিয়ে টানা সুতো বাঁধা হয়। নারদে ভাঁজ করা সানা বাঁধা টানা সুতোর ভাঁজ অল্প খুলে তাকে অনুভূমিকভাবে বিছিয়ে দেওয়া হয়, ঠিক যেভাবে তাঁতে বিস্তৃত থাকে। তারপর একটুকরো বাঁশের ফলা টানা সুতো ও সানার মাঝখানে পুরে দেওয়া হয় যাতে তাঁতি বাঁশের ফলা মাঝখানে রেখে বু বাঁধতে পারে। বু-সুতো একটা নাটাইয়ের মত চাকার পাশে রাখা হয় এবং তাঁতির হাতের ইঙ্গিতে ডিম্বাকৃতি একটা ছোট কাঠের টুকরোর ভেতর দিয়ে আসে।টানা সুতোর ওপর বেত রাখা হয়। তারপর তাঁতি হাতের আঙুলের ডগায় দুটো টানা সুতো তুলে নিয়ে বু দিয়ে বাঁধে। এভাবে বু-বাঁধা চলতে থাকে যতক্ষণ-না কাজ শেষ হয়। টানার একদিকে বু-বাঁধা হলে টানা পালটে নিয়ে অন্যদিকে একইভাবে বু-বাঁধা হয়।

৬) কাপড় বোনা (Weaving)- শেষ ধাপ কাপড় বোনা।চারটে খুঁটি শক্তভাবে তাঁতের চার কোনায় পোঁতা হয়, অন্য চারটি বাঁশ ওপরে সমান্তরালভাবে রেখে খুঁটিগুলির সঙ্গে বেঁধে পরস্পর সংযুক্ত রাখতে হয়। এভাবে আরও কিছু বাঁধাছাদা করে তাঁতি তার সামান্য যন্ত্রপাতি-দুটি বাঁশের ট্রেডল (Treadle) এবং একটি মাকু নিয়ে কাপড় বুনতে বসে।

৭) অবশেষে বোনা কাপড় ধুয়ে সুতোগুলি সুবিন্যস্ত করে ছেড়া অংশ রিপু করা হয় এবং শেষে ইস্তিরি ও প্রয়োজনে রং , ছুঁচের কাজ করে সম্পূর্ণ করা হয়।

উপরিউক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনায় হস্তচালিত তাঁত বয়ন প্রণালী সম্পর্কিত সাধারণ ধারণা হলেও বাংলার হস্তচালিত তাঁতশিল্পের পদ্ধতিগত ও পরিকাঠামোগত পরিবর্তন অনুধাবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ধাপগুলির বিস্তারিত আলোচনা প্রাসঙ্গিক হয়ে পরে।

একটি উদাহরণের মাধমে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করছি। অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে বিশেষকরে শান্তিপুরে হস্তচালিত তাঁতশিল্পের জন্যে কার্পাস উৎপাদন করা হত ব্রিটিশদের আনুকূল্যে[5] । যদিও প্রচুর পরিমানে কার্পাস তুলো আমদানি করা হত পার্শ্ববর্তী জেলা বর্ধমান থেকে এবং তাঁতি পরিবারের সদস্য সকলে সেই তুলো থেকে সুতো তৈরি করে শাড়ি বোনার কাজে ব্যাবহার করতেন। কিন্তু কালক্রমে শান্তিপুরে তুলো থেকে সুতো তৈরির প্রক্রিয়া স্তব্ধ হল এবং ১৮২৩ সাল থেকে পুরোপুরি ভাবে ম্যানচেষ্টার থেকে আমদানিকৃত মিলের সুতোয় শাড়ি বোনা শুরু হল সমগ্র ভারতবর্ষে। কল্যানি নাগের শান্তিপুর প্রসঙ্গ নামক বই থেকে জানা যায় এসময় বহু 'সুতা কাটুনি'[6] বেকার হয়ে পরে কাজের বরাত না মেলায়। অতীতের অর্থাৎ ঊনবিংশ শতকের তৃতীয় দশকে বন্ধ হয়ে যাওয়া সুতো কাটার পেশা বর্তমানেও অনুসারী হয়েছে অর্থাৎ শান্তিপুরের বয়ন ক্রিয়ার উপযোগী প্রয়োজনীয় সুতো মূলত দক্ষিন ভারতের[7] মিলগুলি থেকেই আসে যা স্বাধীনতার পরে অনেক বেড়েছে। ফলত প্রাথমিক পেশা হিসেবে সুতা কাটুনির অবলুপ্তি ঘটেছে শান্তিপুরে, যদিও পশ্চিমবঙ্গের সার্বিক চিত্রপটে একই ধারা লক্ষণীয় এবং উক্ত স্থান দখল করেছে মিলে তৈরি সুতো। ফলে ওই নির্দিষ্ট পরিবর্তন শান্তিপুরী হস্তচালিত তাঁতশিল্পের কর্মসংস্থানে প্রভাব ফেললেও হস্তচালিত শিল্প হিসেবে তাঁতশিল্পের গতিশীলতায় বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে প্রযুক্তির পরিবর্তনে এবং তা হস্তচালিত তাঁতের শাড়ির উৎপাদন প্রক্রিয়াকে বিশেষভাবে ত্বরান্বীত করেছে যা বলার অপেক্ষা রাখেনা। উক্ত পরিবর্তন অর্থাৎ পূর্বের হাতে বোনা সুতোর বদলে মিলের সুতোর মাধ্যমে শান্তিপুরী হস্তচালিত তাঁতের শাড়ি পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটেছে। ফলে সময়ের সাথে সাথে হস্তচালিত তাঁতের সংজ্ঞা ক্রমশ পরিবর্তন ঘটেছে কারন পূর্বের দক্ষ হাতে সুতো তৈরি হলেও

[5] নাগ,কল্যানি(নভেম্বের,১৯৯৪). ' শান্তিপুর প্রসঙ্গ-প্রথম খণ্ড ', পৃষ্ঠা- ৩৭-৪০, রিনুয়া নাগ কতৃক প্রকাশিত।

[6] যারা তুলো থেকে সুতো বের করে বয়ন প্রক্রিয়া সচল রাখেন।

[7] শান্তিপুর হ্যান্ডলুম ডেভলপমেন্ট অফিসের প্রবীণ কর্মী শ্যামল বসাক মহাশয়ের থেকে ৩১এ জুলাই ২০১৬ সালে দুপুর ১২.৩০ মিনিটে নেওয়া সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত।

বর্তমানে দক্ষিণ ভারতের মিলের তৈরি সুতোর ওপর নির্ভর করতে হয় হস্তচালিত তাঁতকে। নিম্নে তুলো থেকে সুতো প্রস্তুতির পুরনো পদ্ধতি ও মিলে প্রস্তুতির নতুন পদ্ধতি চিত্রের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেছি।

হাতে তৈরি সুতো

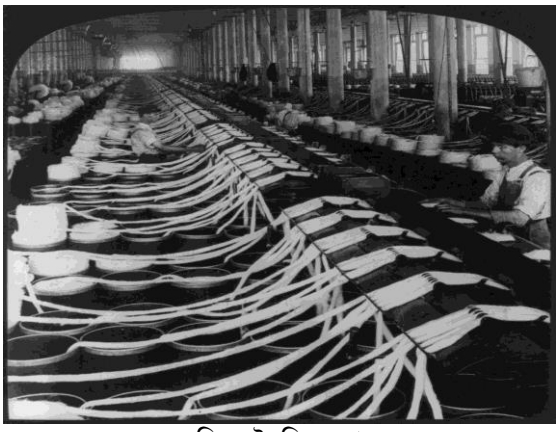

মিলে তৈরি সুতো

কাঁচা সুতো উৎপাদনের পর তা বয়নের উপযোগী হয় কিন্তু প্রথমে তৈরি হয়ে আসা সাদা সুতোয় ডাই ও রঙ করা হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত শান্তিপুরী তাঁতিরাই নিজেদের তৈরি সুতো রং করে ব্যবহার করতো আর তা ছিল বেশ পাকা খুব সহজে ওঠা সম্ভব ছিলনা। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষে তাঁতিদের ডাইং করা বন্ধ করতে বিলেত থেকে নিম্ন মানের রং করা সুতো আনতে শুরু করে, ফলে শান্তিপুরের তাঁতিদের নিজস্ব ডাইং পদ্ধতি রুদ্ধ হয় ১৯১০[8] সালের পরবর্তী সময়ে। ওই সময়ের কিছু পরে শান্তিপুরী তাঁতের শাড়ির গুনগত মান হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছিলো এবং উক্ত প্রক্রিয়া বেশীদিন স্থায়ী ছিল না। শাড়ির গুনগত মান হ্রাসের কারনে ল্যাঙ্কাশায়ারের কমদামী রং করা সুতো শান্তিপুরে ব্যবহার বন্ধ হয় ও নতুন করে দেশিয় ডাইং পদ্ধতিতে রঙিন সুতোর ব্যবহার শুরু হয় শান্তিপুরী হস্তচালিত তাঁতের শাড়ীতে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে। যদিও অত্যাধুনিক ডাইং ইউনিট শান্তিপুর তথা পশ্চিমবঙ্গে একেবারেই নতুন। শান্তিপুরে হ্যান্ডলুম ডেভেলপমেন্ট অফিসের সহায়তায় ও সমবায় সমিতিগুলির উদ্যোগে উন্নতমানের ডাইং হাউস[9] তৈরির মাধ্যমে বর্তমানে কাঁচা সুতোয় রাসায়নিক ডাই দিয়ে পাকা রঙ করা হয়[10] যা ১০ বছর আগেও ছিলনা। বিগত ১০ বছর পূর্বে সুতোয় রঙ দীর্ঘস্থায়ী হতনা। জলে ধোওয়ার পরেই রঙ ক্রমাগত উঠতে শুরু করতো সুনির্দিষ্ট ডায়িং পদ্ধতির[11] অভাবে। ভারতবর্ষে প্রাকৃতিক ডাইয়ের ব্যবহারের প্রমান মেলে ১১৭৩ খ্রিস্টাব্দে তামিলনাড়ুর হাসান জেলায় সবজি, গাছ ও ফুলের নির্যাস থেকে ডাই প্রস্তুত করা হত[12]। একই ধরণের প্রাকৃতিক ডাই প্রস্তুতির কথা জানা যায় ১৭৪০ সালের বিখ্যাত ভারতীয় কবি টেক চাঁদের বাহার-ই-আজম নামক বিবিধ তথ্য সম্বলিত পঞ্জী থেকে[13]। শান্তিপুরে বিশেষ করে প্রাকৃতিক ডাইয়ের মাধ্যমে সুতো প্রস্তুতির বিস্তারিত কোন তথ্য না পেলেও কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের শান্তিপুর পরিচয়ের প্রথম খণ্ড অনুসারে শান্তিপুরে বিংশ শতকের প্রথম দশকেও দেশীয় রাসায়নিক ডাইয়ের প্রচলন ছিল যা পূর্বেই আলোচনা হয়েছে এবং পরবর্তী সময়ে উন্নত মানের ডাইং ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে হস্তচালিত তাঁতশিল্পে গতিশীলতা এসেছে। ফলে নতুন ধরনের পরিবর্তন শান্তিপুরি তাঁতের শাড়ির স্থিতিশীলতায় অনেক সহায়ক হল যদিও তা প্রকৃতপক্ষে হস্তচালিত তাঁতশিল্পের অংশ কিনা তা প্রশ্নের সম্মুখীন।

---

[8] নাগ,কল্যানি(নভেম্বের,১৯৯৪). 'শান্তিপুর প্রসঙ্গ-প্রথম খণ্ড ', পৃষ্ঠা- ৪২-৪৩, রিনুয়া নাগ কতৃক প্রকাশিত।

[9] শান্তিপুর কুটির পাড়া হস্তচালিত তাঁত সমবায় সমিতির সম্পাদক অসীম বঙ্গ মহাশয় কতৃক ২৯এ জুলাই ২০১৬ সালে দুপুর ২.৩০ মিনিটে নেওয়া সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত।

[10] জলে ধুলে সহজে রং ওঠে না।

[11] শান্তিপুরে রাসায়নিক ডাইয়ের মাধ্যমে কাঁচা সুতোয় রং করা হয় যদিও বর্তমানে সুনির্দিষ্ট ডাইং পদ্ধতির মাধ্যমে সুতোয় রাসায়নিক ডাইয়ের ব্যবহার হয়,ফলে সুতো থেকে রং ওঠার প্রবনতা অনেক কমে যায়।

[12] *Ramaswamy, Vijaya(2013). 'The Song of the Loom', page 56-57, Prime Books, Gulmohar Park, New Delhi.*

[13] *Ramaswamy, Vijaya(2013). 'The Song of the Loom', page 58, Prime Books, Gulmohar Park, New Delhi.*

ডাই করার রাসায়নিক প্রস্তুতি

আধুনিক ডাইং হাউসে ডাই প্রস্তুতি

ডাই করা রঙিন সুতো শুকোনো হচ্ছে

ডাই করা শুকোনো সুতো চরকার মাধমে নলী বা ববিন প্রস্তুত করে ড্রামে নেওয়া[14] হয় এবং সূক্ষ্ম হাতে সানা বোয়া তৈরি করা হয় অর্থাৎ সানার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে ড্রাম থেকে গোটানো সুতো একটি একটি করে পড়িয়ে বোয়া প্রস্তুত করা হয় যা তাঁতে সংযুক্ত করে তাঁতি তাঁর বোনা শুরু করতে পারে। সুতো গোটানোয় চরকার ব্যবহারও নতুন নয় ভারতবর্ষে।সুতো প্রস্তুতিতে স্পিনিং মেশিনের ব্যবহার দেখা গিয়েছে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ুতে এবং সুতো গোটানোর স্পিনিং হুইলের ব্যবহারের স্পষ্ট প্রমান রয়েছে চতুর্দশ শতাব্দীতে তামিলনাড়ুতে[15]। যদিও শান্তিপুরে সুতো কাটার চরকা সূত্রপাতের নির্দিষ্ট কোন প্রমান নেই। অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধ ও তার পরবর্তী সময়ে শান্তিপুরে সুতো কাটার জন্য চরকার বিপুল প্রচলনের কথা জানা যায় শান্তিপুর পরিচয়[16] থেকে, বর্তমানে যে ধারা অনুসারী হয়েছে অর্থাৎ সুতো কাটার চরকা প্রস্তুতির গতানুগতিক বা পূর্বের উপরিউক্ত অনুসৃত ধারার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি বলা যায়। নিম্নে বোঝার সুবিধার জন্যে আমার স্টাডি এরিয়া থেকে প্রাপ্ত সুতো কাটার চরকা থেকে নলী পাকানো ও ড্রাম থেকে সানা বোয়া প্রস্তুতির চিত্র দেওয়া হল।

---

[14] যে ড্রাম প্রস্তুত করে তাকে ড্রাম মাস্টার বলা হয় এবং তিনি ড্রাম থেকে সানা বোয়া প্রস্তুত করেন।

[15] *Ramaswamy, Vijaya(2013). 'The Song of the Loom', page 53-54, Prime Books, Gulmohar Park, New Delhi.*

[16] ভট্টাচার্য,কালীকৃষ্ণ(১৩৪৪ বঙ্গাব্দ). ' শান্তিপুর পরিচয়-প্রথম ভাগ ',পৃষ্ঠা ১৫০,টপ প্রেস,১/১৪,রূপচাঁদ মুখার্জি লেন, লীলাবাস,ভবানীপুর,কলিকাতা কতৃক প্রকাশিত।

চরকায় নলী পাকানো হচ্ছে

প্রস্তুত নলী বা ববিন

নলী থেকে পাকানো ড্রাম

ড্রাম থেকে সানা বোয়া প্রস্তুতি

একথা বলে রাখা দরকার যে বয়ন আনুসাঙ্গিক পদ্ধতি ছাড়াও নিজস্বতা বিশিষ্ট বয়ন পদ্ধতির পরিবর্তন শান্তিপুরী হস্তচালিত তাঁতশিল্পে অনন্যতার সৃষ্টি করেছে। কল্যানি নাগ তাঁর শান্তিপুর প্রসঙ্গ নামক পুস্তকে বয়ন যন্ত্রের আমূল পরিবর্তনের কথা বলেন

পুরনো থ্রো শাটেল হস্তচালিত তাঁত

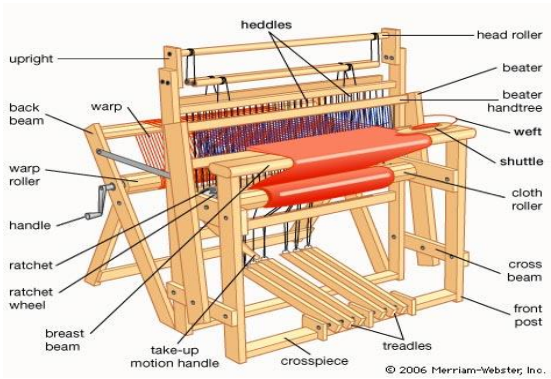

নতুন ফ্লায়িং শাটেল হস্তচালিত তাঁত

যেখানে ভারতবর্ষে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে চলতে থাকা পুরনো থ্রো শাটেল তাঁতের পরিবর্তনে নতুন ফ্লায়িং শাটেল জাতীয় হস্তচালিত তাঁত আসে শান্তিপুরে বিশেষ করে ইংরেজ সৌজন্যে বাড়তে থাকা উৎপাদন চাহিদা সামাল দেওয়ার উদ্দেশ্যে। ঠিক একই সময়ে অর্থাৎ বিংশ শতকের প্রথমার্ধে দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ুতে ফ্লায়িং শাটেল জাতীয় হস্তচালিত তাঁতের

প্রমান মেলে *‘ The Song of The Loom*[17] *’*গ্রন্থে। যেখানে থ্রো শাটেল তাঁতের পরিবর্তে ফ্লাই শাটেল তাঁতের প্রচলন শুরু হয় ব্রিটিশ উপনিবেশের দ্বারা। ফল স্বরূপ হস্তচালিত তাঁতের শাড়ির উৎপাদন এক লহমায় অনেক বেড়ে গেল এবং এই বৃদ্ধির ধারাকে অনন্য রূপ দিতে ১৯২৩ সালে শান্তিপুরের সর্বানন্দী পাড়ার জতীন লহরী[18] বিলেত থেকে ইংরেজদের সহায়তায় পাড়ে নক্সা করার জ্যাকার্ড (Jacquard) যন্ত্র নিয়ে আসেন, যদিও জ্যাকার্ড যন্ত্র শান্তিপুরে আসার বেশ কিছু সময় পূর্বেই অর্থাৎ বিংশ শতকের প্রথম দশক থেকেই ভারতবর্ষে জ্যাকার্ড যন্ত্রের অনুপ্রবেশ ঘটে দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ুতে উন্নত মানের নক্সা প্রস্তুতির জন্য।ফলে ঘটে গেল এক নিঃশব্দ বিপ্লব।

Jacquard যন্ত্র

Jacquard যন্ত্র যুক্ত

ফ্লায়িং সাটেল শান্তিপুরী হস্তচালিত তাঁত

যদি দক্ষতার সাথে উৎপাদন পদ্ধতি (Production Techniques and Mechanization) সংযুক্ত করা যায় তাহলে ধনিয়াখালির (হুগলী জেলার একটি CD ব্লক) হস্তচালিত তাঁতশিল্পের স্থিতিশীল অবস্থা দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। কারন দক্ষতার পাশাপাশি এখানে হস্তচালিত তাঁত হিসেবে Semi-Automatic লুম বা চিত্তরঞ্জন তাঁত (Floor Loom) ব্যাবহার করা হয় যাতে দ্রুত শাড়ি বোনা যায় এবং জ্যাকার্ড নক্সার পরিবর্তে ডবি (Dobby) যন্ত্রে নক্সা করা হয় এবং তা চিত্তরঞ্জন লুমের পক্ষে আদর্শ। পাওয়ার লুমে যেহেতু জ্যাকার্ড নক্সা সহজতম এবং দ্রুততার সাথে শাড়ি বোনা সম্ভব হলেও অপরদিকে ডবির নক্সায় পাওয়ার লুম যথেষ্ট সচ্ছল নয়। ফল স্বরূপ একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে উৎপাদন নীতি ও পদ্ধতিও হস্তচালিত তাঁতশিল্পকে টিকে থাকতে সাহায্য করে অর্থাৎ পদ্ধতিগত বা প্রযুক্তিগত উন্নতি তাঁতির অধিক নির্ভরশীলতায় সহায়ক হয়।

[17] *Ramaswamy, Vijaya(2013). ‘ The Song of the Loom ’, page 43-48, Prime Books, Gulmohar Park, New Delhi.*

[18] ভট্টাচার্য,কালীকৃষ্ণ(১৩৪৪ বঙ্গাব্দ). ‘ শান্তিপুর পরিচয়-প্রথম ভাগ ’,পৃষ্ঠা ১৪৯,টপ প্রেস,১/১৪,রূপচাঁদ মুখার্জি লেন, লীলাবাস,ভবানীপুর,কলিকাতা কতৃক প্রকাশিত।

চিত্তরঞ্জন বা সেমি অটোমেটিক লুম

ডবি নক্সা যুক্ত চিত্তরঞ্জন ফ্লোর লুম

বর্তমানে অর্থাৎ ২০০১ সাল থেকে শান্তিপুর হ্যান্ডলুম ডেভেলপমেন্ট অফিসের সহায়তায় ক্যাড বা Computer Aided Design[19] সেন্টারের মাধ্যমে শান্তিপুরের ডিজাইনার সম্প্রদায় কম্পিউটারের মাধমে নক্সা সৃষ্টিতে দক্ষতা অর্জন করেছে পূর্বে যা ছিল তাঁতিদের স্বহস্তে কৃত। বর্তমানে শান্তিপুরে হ্যান্ডলুম ডেভেলপমেন্ট অফিসে ক্যাড সেন্টার বন্ধ হলেও সাধারণ ডিজাইনার সম্প্রদায় ক্যাড ডিজাইনে রপ্ত হয়েছে এমনকি হস্তচালিত সমবায় সমিতিগুলীর নক্সা রাজ্য সরকারী কেন্দ্রীয় কোঅপারেটিভ সংস্থা অর্থাৎ তন্তুজ থেকেই ক্যাড ডিজাইনের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। ফলে তাঁতের শাড়ি প্রস্তুতি পদ্ধতি ও আনুসাঙ্গিক পরিবর্তনে শান্তিপুরী তাঁতশিল্পের হস্তচালিত তকমা পাওয়ার প্রাসঙ্গিকতা অবলুপ্ত হয়নি বরং উপরিউক্ত পরিবর্তন শান্তিপুরের হস্তচালিত তাঁতশিল্পের স্থিতিশীলতায় সহায়ক হয়েছে 'হস্তচালিত' ধারণার পরিবর্তনে।নিম্নে ক্যাড বা Computer Aided Design পদ্ধতির একটি কাঠামোগত চিত্র তুলে ধরা হল।

ক্যাড পদ্ধতি

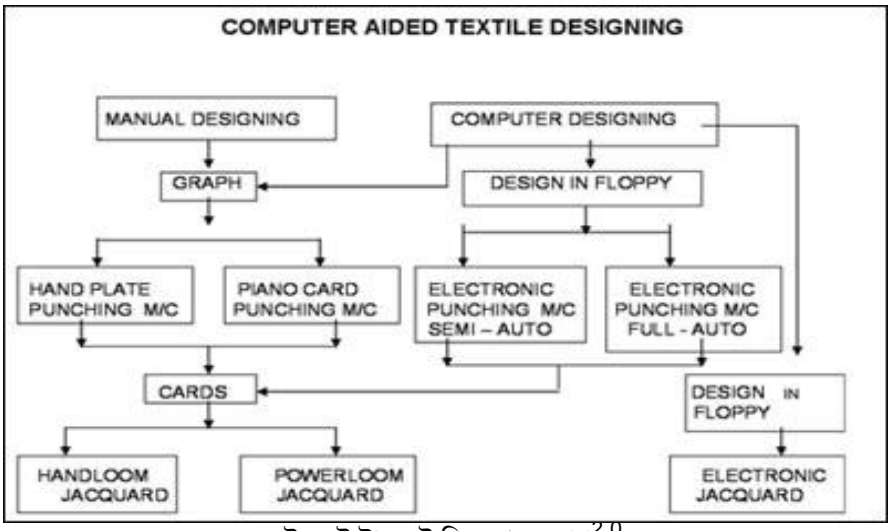

উৎস:ইন্টারনেট লিঙ্ক থেকে প্রাপ্ত[20]

[19] *Computer Aided Design Centre* শান্তিপুরে পরিকাঠামো এবং যথেষ্ট অর্থের অভাবে বর্তমানে বন্ধ আছে।

[20] *http://bit.ly/2o8Q6MO* এটি ০১/০৩/২০১৭ তারিখে দুপুর ১.৩০ মিনিটে নেওয়া।

উপরিউক্ত চিত্রটি ক্যাড ডিজাইন পদ্ধতির সূত্র বহন করছে।প্রথমে কম্পিউটার গ্রাফিক্সে নির্দিষ্ট ডিজাইনের নক্সা তৈরি করে অটোমেটিক-ইলেক্ট্রনিক পাঞ্চিং মেশিনে কম্পিউটার প্রদত্ত নক্সা কার্ডবোর্ডে সংগ্রহ করে জ্যাকার্ড মেশিনে শাড়ীতে নক্সা করার উপযোগী করে তোলা হয়। বর্তমান এই নক্সা পদ্ধতি শান্তিপুরী হস্তচালিত তাঁতের শাড়ীতে প্রযোজ্য এবং নিখুঁত নক্সা প্রণয়নে নির্দিষ্ট পদ্ধতি বিশেষ কার্যকরী। শুধু তাই নয় শান্তিপুরী হস্তচালিত তাঁতের শাড়ির গ্রহণযোগ্যতা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে ক্যাড পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী, পাশাপাশি হস্তচালিত তাঁতিদের বয়ন ক্রিয়া অনেক সচ্ছল ও স্বাভাবিক করে তোলে। যদিও তা হ্যান্ডলুম কিনা তা প্রশ্নের মুখাপেক্ষী কারন শান্তিপুর পরিচয়ের প্রথম খণ্ড থেকে জানা যায় পূর্বে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত শান্তিপুরী হস্তচালিত তাঁতশিল্পে দক্ষ তাঁতিদের হস্তে তৈরি ডিজাইনের মাধ্যমে বয়ন শুরু হত কিন্তু বর্তমানে তা অতীত। হস্তে নক্সা সৃষ্টির বদলে এখন কম্পিউটারের মাধ্যমে নক্সা সৃষ্টি হয়ে চলেছে যা হস্তে উৎপাদিত নক্সার থেকে কয়েকশোযোজন দূরে। ফলে হস্তচালিত তাঁতের ধারণা সময়ের সাথে সাথে অনেক পরিবর্তন হয়েছে।ফলশ্রুতিতে 'হস্তচালিত' ধারণাই আমূল বদলে গিয়েছে সময়ের সাথে অর্থাৎ বর্তমানে হস্তচালিত তাঁতশিল্পে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাঁচামাল মেশিনে উৎপাদিত হতে পারে বা কৃত্তিম রাসায়নিক ডাইয়ের ব্যবহারও হতে পারে হস্তচালিত তাঁতের শাড়ি উৎপাদনে পাশাপাশি হস্তে প্রস্তুত নক্সার পরিবর্তে কম্পিউটার গ্রাফিক্সে নক্সার প্রস্তুতি হতে পারে, যদিও অন্তিম দ্রব্য হ্যান্ডলুম হিসেবে হ্যান্ডলুমই পরিচিতি পায় অর্থাৎ এখন শুধুমাত্র হস্তে বোনা পদ্ধতিই হস্তচালিত তাঁত হওয়ার লক্ষ পূরণ করেছে, যদিও ঊনবিংশ শতকের শেষ দশক পর্যন্ত গোটা কাঠামোই ছিল হস্তে প্রস্তুত তা এখন অতীত। এখন উক্ত কাঠামোয় যারা হস্তে উৎপাদিত বয়ন কার্য পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতেন, তাঁদের ক্রম সম্পর্কিত ধারণা প্রাসঙ্গিক যা পরবর্তী ধাপে আলোচনা করছি।

শান্তিপুরী হস্তচালিত তাঁতশিল্পে তাঁতি কে ?

এখন প্রশ্ন হল উপরিউক্ত কাঠামোয় হস্তচালিত তাঁতি কে? একটি সহজ উত্তর দেওয়া যেতে পারে তা হল যিনি হস্তচালিত তাঁত বোনেন তিনিই হস্তচালিত তাঁতি, যদিও বাস্তবে এই বিশ্লেষণ বড়ই জটিল। হস্তচালিত তাঁতি সম্প্রদায়কে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে যথা সম্পূর্ণ সময়ের তাঁতি ও আংশিক সময়ের তাঁতি[21]।

যে সমস্ত তাঁতিরা মূল পেশা হিসেবে হস্তচালিত তাঁতের কাজে যুক্ত তারাই সম্পূর্ণ সময়ের হস্তচালিত তাঁতি ও যে সমস্ত তাঁতিরা হস্তচালিত তাঁতের কাজের পাশাপাশি অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত তারাই আংশিক সময়ের তাঁতি। আসল সম্পূর্ণ সময়ের তাঁতি ও আংশিক সময়ের তাঁতি এবং সরকারী উক্ত ক্যাটাগরি বিন্যাসের পার্থক্য রয়েছে। একটি বিশেষ বিষয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত যে শান্তিপুরে হস্তচালিত তাঁতশিল্পে তাঁতির পরিচয়ের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে, অর্থাৎ ২০০৯ সালে যখন হস্তচালিত তাঁতি সম্প্রদায় কে 'Weaving Card' বা সম্পূর্ণ সময়ের তাঁতির পরিচয়বাহী কার্ড দেওয়া হয়, তখন যে সমস্ত তাঁতি সম্পূর্ণ সময়ের জন্য হস্তচালিত তাঁতের কাজে লিপ্ত থাকতো, তাঁদের অধিকাংশই আজ আংশিক সময়ের হস্তচালিত তাঁতি[22] হিসেবে পরিচিত অথচ সম্পূর্ণ সময়ের তাঁতি হিসেবে তাঁরা সরকারী সহায়ক প্রকল্পগুলির অংশীদার 'তাঁতি কার্ড' থাকার কারনে। ফলে তাঁতি আসলে কে? এই ধারণাও অনেক পরিবর্তন হয়েছে সম্পূর্ণ সময়ের তাঁতির পরিবর্তে স্থান দখল করেছে আংশিক সময়ের হস্তচালিত তাঁতি,যদিও তা কখনোই নিশ্চল শ্রেণী নয়।

শহর ও গ্রামীণ শ্রেণীবিন্যাসে আংশিক ও সম্পূর্ণ সময়ের হস্তচালিত তাঁতির মধ্যে বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায় যা শান্তিপুরের ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য। একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছি। শান্তিপুর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ব্লকের অন্তর্গত পঞ্চায়েতগুলিতে বিশেষকরে আরাবান্দি ১ ও ২, হরিপুর, নাবলা, গায়েশপুর প্রভৃতি পঞ্চায়েতের অধিকাংশ হস্তচালিত তাঁতি একাধারে কৃষক (Cultivator) ও কৃষি শ্রমিক (Agricultural Labour) এবং অন্য দিকে তারাই আবার অবসর সময়ের হস্তচালিত তাঁতি[23]। প্রশ্ন ওঠে গ্রামীণ অঞ্চলে অর্থাৎ যাদের আংশিক সময়ের তথাকথিত হস্তচালিত শান্তিপুরী তাঁতি বলছি, এরাকি কৃষিকার্য থেকে যথেষ্ট রোজগার করতে পারছে? বা উক্ত প্রাথমিক অর্থনৈতিক কাজ তাঁতিদের সংসার চালানোর পক্ষে সহায়ক হচ্ছে এরইবা নিশ্চয়তা কোথায়?

---

[21] শান্তিপুরের হস্তচালিত তাঁতি রবীন প্রামাণিকের থেকে ৩০এ জুলাই ২০১৬ সালে দুপুর ২ টোয় নেওয়া সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত।

[22] শান্তিপুর হ্যান্ডলুম ডেভেলপমেন্ট অফিসের প্রবীণ কর্মী শ্যামল বসাকের থেকে ৩১এ জুলাই ২০১৬ সালে দুপুর ১২.৩০ মিনিটে নেওয়া সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত।

[23] আরাবান্দি ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের তাঁতি নিতাই দেবনাথ একাধারে কৃষক ও অন্যদিকে হস্তচালিত তাঁতি। ২৫এ অক্টোবর ২০১৬ সালে দুপুর ১.৩০ মিনিটে নেওয়া সাক্ষাৎকার অনুসারে।

শান্তিপুর পৌরসভা ও শান্তিপুর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ব্লক উভয় ক্ষেত্রেই পূর্ণ ও আংশিক সময়ের হস্তচালিত তাঁতি বর্তমান হলেও তার প্রকৃত কারণ উভয় ক্ষেত্রেই অনেকাংশে পৃথক। শান্তিপুর শহর অঞ্চলের হস্তচালিত তাঁতিদের বয়ন কার্য ছাড়া অন্য পেশায় যোগদানের সুযোগ কম ছিল অন্যান্য প্রধান অর্থকরী পেশার সীমাবদ্ধতায়, ফলে তাঁতিদের হস্তচালিত তাঁত বোনা ছাড়া উপায় বিশেষ থাকতো না ৫ বছর আগে[24] পর্যন্ত, যদিও বর্তমানে অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে,শান্তিপুর পৌরসভার অন্তর্গত পূর্ণ সময়ের হস্তচালিত তাঁতিগোষ্ঠী কর্মাভাবে অন্য পেশায় নিযুক্তির সম্ভাবনা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ফলে বলা যায় যে বর্তমানে শুধুমাত্র বয়স্ক তাঁতি গোষ্ঠী অর্থাৎ যাদের পেশা পরিবর্তন বেশ সমস্যাকর তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে পূর্ণ সময়ের হস্তচালিত তাঁতি। শান্তিপুর পৌরসভার ৬ নং ওয়ার্ড এর কুটিরপাড়ার ৫৫ বছর বয়স্ক তাঁতি রবীন প্রামাণিকের[25] মতে " আমার তো বয়স হয়েছে তাঁত বোনা ছাড়া অন্য কাজ আমি করতে পারব না, নতুন করে কোন কাজ শিখে আমার পক্ষে করা সম্ভব নয় ৭ বছর বয়স থেকে এই কাজ করছি বাবার হাত ধরে, অন্য কিছুর কথা কখনো ভাবিনি তাহলে এখন কিভাবে সম্ভব"। অন্যদিকে হস্তচালিত তাঁত বুনতে পারা মধ্য বা যুব বয়সী হস্তচালিত তাঁতি সম্প্রদায় কাজের আশায় অন্য পেশাকে সঙ্গী করেছে। শান্তিপুরের একজন টোটো চালক নিরঞ্জন প্রামাণিক[26] (বয়স ৩৮ বছর) বলেন " আমি আসলে হস্তচালিত তাঁতি কিন্তু গত দু'বছর যাবত টোটো চালাচ্ছি কারন হস্তচালিত তাঁত চালিয়ে এখন আর সেরকম আয় হয় না, যেটুকু ফাঁকা সময় পাই তখন তাঁত চালাই যেহেতু ছোট বেলা থেকে করছি বাপ ঠাকুরদার কাজ তাই ছাড়তে পারছি না "। ঠিক একই রকম একজন কম বয়সী পাওয়ার লুম তাঁতি সুজন দেবনাথ[27] (বয়স ২৮ বছর) বলেছেন "আমি আগে হ্যান্ডলুম শাড়ি বুনতাম এখনও বাড়িতে থাকলে বুনি কিন্তু হ্যান্ডলুম কম চলায় পাওয়ার লুমের কাজ শিখে বোনা শুরু করেছি"। ফল স্বরূপ তারা আংশিক সময়ের হস্তচালিত তাঁতি হয়ে পড়েছে যদিও এরাই একসময় পূর্ণ সময়ের হস্তচালিত তাঁতে নিযুক্ত ছিল, যদিও শান্তিপুর শহরীয় অঞ্চলে হস্তচালিত তাঁতি সম্প্রদায়ের নতুন পেশা সৃষ্টির সীমাবদ্ধতায় পুরনো পেশা বিচ্ছিন্ন হওয়ার সীমাবদ্ধতা রয়েছে। শান্তিপুরের গৃহভিত্তিক হস্তচালিত শিল্পের ক্ষেত্রে গ্রামীণ ও শহরিয় বিন্যাস পূর্বেই আলোচনা করেছি।

শান্তিপুরের গ্রামীণ ও শহরীয় গৃহভিত্তিক[28] হস্তশিল্পের বছর ভিত্তিক তথ্য সমূহ

ক্রম	১৯৯১ সাল	২০০১ সাল	২০১১ সাল
মোট গৃহভিত্তিক শ্রমিক	২৮৩৫৪	৫৮০৭৭	৫২৫৬৩
গ্রামীণ গৃহভিত্তিক শ্রমিক	৯২০২	১৯৮৮১	১৩২২৩
শহরীয় গৃহভিত্তিক শ্রমিক	১৯১৫২	৩৮১৯৬	৩৯৩৪০

উৎস : আদমশুমারি, ভারতবর্ষ

উপরিউক্ত তথ্য থেকে পরিষ্কার যে ১৯৯১ সালের পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ ২০০১ সালে হস্তচালিত তাঁত সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও গ্রামীণ ও শহরীয় কাঠামোয় বিপুল অসামঞ্জস্য লক্ষণীয়। ১৯৯১ সালে গ্রামীণ গৃহভিত্তিক শ্রমিক সংখ্যা ৯২০২ থেকে বেড়ে ২০০১ সালে ১৯৮৮১ হলেও শহরীয় হস্তশিল্পের বিকাশ দ্রুত গতিতে লক্ষ্য করা গেছে। কারন ১৯৯১ সালে শহরীয় হস্তশিল্প শ্রমিক সংখ্যা ১৯১৫২ থেকে ২০০১ সালে দিগুন বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮১৯৬ হয়। প্রাসঙ্গিক বক্তব্য এটিই যে ২০০১ সালের পরে অর্থাৎ ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী গৃহভিত্তিক হস্তশিল্প শ্রমিকের সংখ্যা শহরীয় কাঠামোয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলেও[29] গ্রামীণ এলাকায় উক্ত সংখ্যা অনেক হ্রাসপ্রাপ্ত হয়[30] । সামগ্রিকভাবে ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী মোট গৃহভিত্তিক হস্তশিল্প শ্রমিকের সংখ্যা ও অনুপাত হ্রাসপ্রাপ্ত হলেও শহরীয় হস্তশিল্প শ্রমিকের সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে ২০০১ সালের আদমশুমারিগত আলোচনার থেকে। উক্ত বৃদ্ধির প্রকৃত কারন পূর্ববর্তী আলোচনার স্পষ্ট প্রমান হিসেবে দাখিল করে। ফলে

---

[24] শান্তিপুরী সাহা পাড়ার হস্তচালিত তাঁতি অমূল্য দেবনাথের থেকে ৩০এ জুলাই ২০১৬ তারিখে সকাল ১১.৩০ মিনিটে নেওয়া সাক্ষাৎকার অনুসারে।

[25] শান্তিপুরী হস্তচালিত তাঁতির থেকে ৩০এ জুলাই ২০১৬ তারিখে বিকাল ৫ টায় সাক্ষাৎকারটি নেওয়া হয়েছে।

[26] ৩০এ জুলাই ২০১৬ তারিখে দুপুর ১২.৩০ মিনিটে নেওয়া সাক্ষাৎকার অনুসারে।

[27] ২৫শে জুলাই ২০১৬ তারিখে সকাল ১১.৩০ মিনিটে নেওয়া সাক্ষাৎকার অনুসারে।

[28] আদমশুমারির ভিত্তিতে গৃহভিত্তিক হস্তশিল্পকে *Processing, Servicing* এবং *Manufacturing* আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

[29] ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ৩৯৩৪০।

[30] ২০০১ সালে ১৯৮৮১ থেকে ২০১১ সালে কমে দাড়ায় ১৩২২৩।

শান্তিপুরের শহর ও গ্রামীণ এলাকার হস্তচালিত তাঁতশিল্পে নিযুক্ত সম্পূর্ণ বা আংশিক সময়ে নিযুক্ত তাঁতির ধারণা স্পষ্টতা পায়।

শুধু তাই নয় বয়ন কার্যের পাশাপাশি আনুসাঙ্গিক কর্মকাণ্ড যেমন নলী পাকানো, ড্রাম বানানো ও সানা বোয়া তৈরি সরাসরি বয়ন ক্রিয়ার সাথে সংযুক্ত না হলেও বয়ন সহযোগী পেশা হিসেবে স্বীকৃতি দেয় যা ছাড়া বয়ন ক্রিয়া একেবারেই অসম্ভব। যদিও উক্ত পেশাগুলিতে অধিকাংশ সময়ে আংশিক সময়ের কর্মী যুক্ত থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাড়ির মেয়ে বা বৌয়েরা অবসর সময়ে বিনা বেতনেই হস্তচালিত তাঁতির সহযোগী হিসেবে কার্যকরী হয়। এছারাও কখনো কখনো তাঁতি নিজেই অবসর সময়ে উক্ত কাজে নিযুক্ত থাকে।উক্ত বয়ন কার্যে নিযুক্ত তাঁতি গোষ্ঠীর কাঠামোগত বিন্যাস ঠিক কি তা জানা আবশ্যিক হয়ে পরে যা পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করেছি।

শান্তিপুরী হস্তচালিত তাঁতি সম্প্রদায়কে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে যারা মূলত মহাজনের অধীনে কর্মে নিযুক্ত, যথা বেতনভোগী কর্মচারী বা Wage Labour, 'Dependent Weaver' বা নির্ভরশীল তাঁতি যারা অনেকাংশে নিজ গৃহে মহাজন প্রদত্ত বেতনের মাধ্যমে কর্মে নিযুক্ত। মহাজন মূলত অর্থ বা মূলধন, সুতো দেন এবং প্রস্তুত শাড়ি তাঁতিদের থেকে সংগ্রহ করেন,তিনি নিজে কখনো তাঁতি সম্প্রদায়ের নন আবার কোন কোন তাঁতি সম্প্রদায়ই মহাজনী পেশায় নিযুক্ত হয়েছে। এই বিষয়টি এখানে গুরুত্বপূর্ণ কারণ শান্তিপুরে মহাজনী শোষণে হস্তচালিত তাঁতিরা শোষিত হয়ে আসছে বহুদিন ধরে। কিন্তু মহাজন যখন নিজেই তাঁতি হন, তখন সেই ধারণা কতটা কার্যকরী তা প্রশ্নের সম্মুখীন। ফলে মহাজনের ভূমিকাও এখানে দ্বৈত। এই মহাজন সম্প্রদায় তাঁদের নিজস্ব ফার্মে Wage Labour বা বেতনভোগী কর্মচারী নিযুক্ত করেছে যারা শুধুমাত্র কর্পোরেট গঠন কাঠামোর মতোই ফার্মে এসে হস্তচালিত তাঁত বুনছে যা অনেকাংশে ফ্যাক্টরি স্টাইলের সমার্থক। বেতনভোগী কর্মচারী হিসেবে যারা মহাজনের ফার্মে হস্তচালিত শান্তিপুরী তাঁত বুনে চলেছে তাঁদের শাড়ি পিছু সর্বমোট ৯০ টাকা[31] করে দেওয়া হয় শুধুমাত্র বয়ন ক্রিয়ার জন্যে আনুসাঙ্গিক কর্মকাণ্ডের বদলে। অন্যদিকে যেসমস্ত তাঁতিরা নিজ গৃহে মহাজন প্রদত্ত কাঁচামাল ও পারিশ্রমিক বাবদ প্রাপ্ত অর্থের বিনিময়ে শাড়ি উৎপাদন করছে তাঁদের নির্ভরশীল তাঁতি বা 'Dependent Weaver' বলা হয়। বিভিন্ন ধরণের উৎপাদন প্রক্রিয়া বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ দুটি কারনে।প্রথমত, এটি জটিলতায় পূর্ণ করে যে 'তাঁতি' কে? এবং দ্বিতীয়ত, এটি পুঁজিবাদের সাথে মার্কেটের সম্পর্কমূলক প্রশ্নগুলিকে সম্পূর্ণ জটিলতায় পূর্ণ করে। বর্তমানে দ্বিতীয় বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করছি।

সপ্তদশ শতকে ইউরোপে বিশেষ করে শিল্প বিপ্লবের পূর্ববর্তী সময়ে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী সম্প্রদায় দক্ষ কারিগরদের কাঁচামাল তুলে দিয়ে উৎপাদিত পণ্য সরাসরি সংগ্রহ করতো কারিগরদের কাছ থেকে অর্থাৎ কারিগরদের সরসরি বাজার থেকে কোন দ্রব্য কিনতে হতোনা কাঁচামাল হিসেবে এবং উৎপাদিত পণ্য বাজারে সরাসরি বিক্রয় করতে হতোনা তার বদলে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কাঁচামাল নিয়ে ও উৎপাদিত পণ্য ব্যবসায়ীকে দেওয়া হত বাজারে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে, একেই পুটিং আউট সিস্টেম বা মার্চেন্ট ক্যাপিটালিজম বলা হয়ে থাকে।

অধ্যাপক অমিত বাসলে ও দীপঙ্কর বসু তাঁদের ' *Relations of Production and Modes of Surplus Extraction in India: Part II- 'Informal' Industry* ' প্রবন্ধে একবিংশ শতকের ভারতবর্ষের ইনফরমাল শিল্প সম্পর্কে বলতে চেয়েছেন যে " *"Concentration of workers" (i.e, large scale production) become profitable only under "exceptional circumstances" because competition is intense between workers wanting to work at home, and because by putting-out production to the workers' home the capitalist saves all expenses on workshops, maintenance, etc*[32]*. Thus , outsourcing to smaller workshops and home can, under some circumstance, be more convenient, from the capitalist's point of view, than centralising production in a factory, something we observe repeatedly in the Indian experience, particularly in*

---

[31] শান্তিপুরের হস্তচালিত তাঁতশিল্পে মহাজনের ফার্মে বোনা বেতনভোগী তাঁতি শ্যামল পাল মহাশয়ের থেকে ২২এ জুলাই ২০১৬ সালে দুপুর ১২ টায় নেওয়া সাক্ষাৎকার অনুসারে।

[32] *Marx 1992: 462-63 cited from Basole, Amit and Basu, Deepankar. 'Relations of Production and Modes of Surplus Extraction: Part II- 'Informal' Industry', Page 65, Vol XLVI NO 15, Economic and Political Weekly, April 9, 2011.*

the neo-liberal period[33] "। অধ্যাপক অমিত বাসোলে ও দীপঙ্কর বসু বলেছেন যে বিশেষ কিছু পরিস্থিতিতে শিল্প উৎপাদন লাভজনক হয় শিল্পীর বাড়িতে কর্ম সম্পাদনায় কারণ এক্ষেত্রে ব্যবসায়ীর ওয়ার্ক শপে কাজ করার কোন আনুসাঙ্গিক খরচ ব্যবসায়ীর প্রয়োজন পড়ে না, ফলে পুটিং আউট সিস্টেম(Putting Out System) এর ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী ব্যবসায়ীর ওয়ার্কশপের পরিচর্যা সহ আনুসাঙ্গিক খরচের প্রয়োজন পড়ে না, ফলে ক্যাপিটালিস্টের কাছে উক্ত সুবিধা বিশেষ প্রাধান্য পায় যা বর্তমান ভারতবর্ষের নিও লিবারাল অর্থনৈতিক কাঠামোয় ইনফরমাল অর্থনীতিতে বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়।

ডি ই. হায়নেস তাঁর *' Small Town Capitalism in Western India '* পুস্তকে তিনি ১৮৭০-১৯৬০ সাল পর্যন্ত বোম্বে শহরের ইনফরমাল অর্থনীতিতে শিল্পী বা Artisan ও ব্যাবসায়ী বা Merchant দের পারস্পরিক সম্পর্ক বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।তিনি বলেন "*Dependent household differed little from independent ones in a number of respects. They too often controlled their own looms and other tools. Typically, the artisan family provided most of the labour it required. The division of work along gender and age lines appears to have been similar to that in more independent households. Most importantly, it was the weaving family that allocated work within the household, not some outside the actors*[34]" । এখানে নির্ভরশীল তাঁতিরা স্বনির্ভরশীল তাঁতিদের থেকে খানিকটা পৃথক যেখানে তাঁত ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশের ওপর নির্ভরশীল তাঁতিদের অধিকার থাকে এবং তাঁতি শ্রম দানের মাধ্যমে উৎপাদন ক্রিয়া সচল রাখে এবং কর্ম প্রণালী তাঁতি পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নির্ভরশীল তাঁতিদের এছারা স্বনির্ভরশীল তাঁতিদের সাথে বয়স, নারি-পুরুষ বিভাজন প্রায় সবই এক নির্ভরশীল তাঁতিদের।

হায়নেস আরও বলেন "*Although such weavers possessed a certain autonomy over labour processes within the home, they lacked much control over the disposal of their goods. With limited resources of their own, they came to rely on merchant capitalist, who provided them with raw materials or finance and who purchased the final product of the looms in return*[35]. " । তাঁর মতে শ্রম দানের ক্ষেত্রে নির্ভরশীল তাঁতিদের নিজের ঘরে খানিকটা নিজস্বতা থাকলেও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিজেদের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকেনা বরং তাঁতিদের পুঁজিপথি ব্যবসায়ীদের থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করে ও অর্থের বিনিময়ে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করে দেয় ঐ মার্চেন্ট ক্যাপিটালিস্টের কাছে। ফলে উক্ত বিভাগকে পুঁজিবাদ থেকে কোন অংশে পৃথক করা সম্ভবপর নয়।

অধ্যাপক তীর্থঙ্কর রায় তাঁর *' Relations of Production in handloom weaving in the mid-1930s '* প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে "*The process in its most general form involved reduction of 'independent weavers' to 'dependence', that is, a progressive erosion of the right of possession over the final product*[36]" অর্থাৎ ক্রমাগত স্বনির্ভর তাঁতিরা ক্রমশ নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে অর্থাৎ অন্তিম উৎপন্ন দ্রব্যের ওপর তাঁতির অধিকার ক্রমশ ক্ষয়েছে।

বর্তমানে মহাজনী পদ্ধতিতে 'Dependent Weaver' বা নির্ভরশীল তাঁতিদের ক্ষেত্রেও একই ধারা লক্ষণীয় অর্থাৎ সরাসরি বাজার থেকে সুতো কেনার পরিবর্তে এরা নির্ভর করে মহাজনের উপর, এমনকি উৎপাদিত শাড়ি বাজারে সরসরি বিক্রয়ের পরিবর্তে মহাজনের হাতেই দিয়ে থাকে এবং পুরো কর্মকাণ্ডই নিজের বাড়িতে সম্পন্ন করে মহাজনী ফার্মের পরিবর্তে যা অনেকাংশে পুটিং আউট সিস্টেমের সমতুল্য।

---

[33] *Basole, Amit and Basu, Deepankar. 'Relations of Production and Modes of Surplus Extraction: Part II- 'Informal' Industry', Page 65-66, Vol XLVI NO 15, Economic and Political Weekly, April 9, 2011.*

[34] *Haynes, Douglas E(2012). 'Small Town capitalism in Western India: Artisans, Merchants and The Making of The Informal Economy, 1870-1960', Page 140, Cambridge University Press.*

[35] *Haynes, Douglas E(2012). 'Small Town capitalism in Western India: Artisans, Merchants and The Making of The Informal Economy, 1870-1960', Page 140-141, Cambridge University Press.*

[36] *Roy, Tirthankar. 'Relations of Production in handloom weaving in the mid-1930s', Page 66-67, Economic and Political Weekly, January 28, 1989.*

শান্তিপুরী হস্তচালিত তাঁতশিল্প কাঠামোয় পুটিং আউট সিস্টেম বিশেষ কার্যকরী।একথা বলা যায় শান্তিপুরী হস্তচালিত তাঁতশিল্প কাঠামোয় যেখানে মহাজনী পদ্ধতি বিশেষ প্রভাব রয়েছে, সেখানে 'Dependent Weaver' বা নির্ভরশীল তাঁতিরা নিজের ঘরে মহাজন প্রদত্ত কাঁচামাল গ্রহণ করে অর্থের বিনিময়ে উৎপন্ন দ্রব্য মহাজনকে প্রদান করে থাকে যা উপরিউক্ত পুটিং আউট সিস্টেমের সমার্থক। সুতরাং যাদের 'Dependent Weaver' বা নির্ভরশীল তাঁতি বলছি তাঁরা আসলে শিল্পী তাঁতি বা Artisanal Weaver এবং ফ্যাক্টরি উৎপাদন ব্যবস্থার কোন অংশেই সংযুক্ত নয়, দুই ব্যবস্থার মধ্যমণি হিসেবে আমাদের নির্ভরশীল তাঁতি বা 'Dependent Weaver' এর উৎপত্তি। শান্তিপুরের কুটীরপাড়ার নিজ গৃহে বোনা হস্তচালিত শান্তিপুরী তাঁতি নির্মল প্রামাণিকের[37] মতে তাঁরা বয়ন ও আনুসাঙ্গিক কর্মকাণ্ড যেমন নলী পাকানো সহ পারিপার্শ্বিক কাজের মাধ্যমে ১৫০ টাকা রোজগার করেন ও যারা মহাজনের ফার্মে তাঁত বোনে তাঁদের শুধুমাত্র বয়ন ক্রিয়া বাবদ ৯০ টাকা দেওয়া হয়, যদিও বয়ন আনুসাঙ্গিক কর্মকাণ্ডের সাথে ফার্মের হস্তচালিত তাঁতি যুক্ত নয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে যিনি বেতনভোগী কর্মচারী বা Wage Labour, তিনি একাধারে মহাজনের ফার্মে কর্মে নিযুক্ত তাঁতি আবার যিনি নির্ভরশীল তাঁতি বা 'Dependent Weaver', তিনি নিজ গৃহে স্বনিযুক্ত নির্ভরশীল তাঁতি এবং তিনি নিজ গৃহে বেতনভোগী কর্মচারী বা Wage labour এর মতোই কাজ করেন মহাজনের থেকে প্রাপ্ত পারিশ্রমিকের পরিবর্তে আবার যিনি বেতনভোগী কর্মচারী অর্থাৎ যিনি মহাজনের ফার্মে নিযুক্ত শ্রমিক তিনি কখনো নিজ গৃহে নিযুক্ত তথাকথিত নির্ভরশীল তাঁতি এর মত কাজ করেন। শান্তিপুরী হস্তচালিত তাঁতশিল্প কাঠামোয় তথাকথিত নির্ভরশীল তাঁতির সংখ্যাধিক্য লক্ষণীয়। এই পদ্ধতিতে পুঁজিবাদীদের লভ্যাংশের পরিমাণ অনেক বেশী হয় যা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। আমি নির্ভরশীল তাঁতিদের নিয়ে বিশেষ ভাবে আলোচনা করেছি কারণ এরাই একসময় ছিল প্রকৃত শিল্পী ক্রমশ মহাজনী কাঠামোয় নিজেদের সংযুক্তির মাধ্যমে Artisan বা শিল্পীর তকমা হারিয়ে বেতনভোগী তাঁতি শ্রমিকে পরিণত হয়েছে।

উপসংহার: ফল স্বরূপ নির্ভরশীল তাঁতির সূত্রপাত ঘটেছে, যদিও এদের প্রকৃতপক্ষে 'Dependent' বা নির্ভরশীল তাঁতি বলা হবে কিনা তা প্রশ্নের সম্মুখীন। সুতরাং একটি প্রশ্নই ওঠে যে উক্ত শান্তিপুরী হস্তচালিত তাঁতশিল্প কাঠামোয় তাঁতি কে? তা বিশ্লেষণ করা বেশ জটিল। শান্তিপুরে হস্তচালিত তাঁতশিল্পের সমাগম নতুন নয় এবং সময়ের সাথে সাথে হস্তচালিত তাঁতিরা ক্রমাগত স্বনির্ভরতা কাটিয়ে পরনির্ভর হয়েছে মহাজনের ছত্র ছায়ায়। তাই এখানকার হস্তচালিত তাঁতিরা এক শ্রেণীর কাছে নির্ভর থেকেছে।

নির্বাচিত আকরপঞ্জী:

- *Chari, Sharad (2004). 'Fraternal Capital: Peasant-Workers, Self-Made Men, and Globalization in Provincial India', Permanent Black, Delhi.*
- *Haynes, Douglas. E. (2012). 'Small Town Capitalism in Western India: Artisans, Merchants and the Making of the Informal Economy, 1870-1960', Cambridge University Press, New York.*
- *Hossain, Hameeda (1988). 'The Company Weavers of Bengal: The East India Company and the Organization of Textile Production in Bengal, 1750-1813', Oxford University Press, Delhi.*
- *Joshi, Chitra (2003). 'Lost Worlds: Indian Labour and Its Forgotten Histories', Permanent Black.*
- *Mitra, D.B. (1978). 'The Cotton Weavers of Bengal, 1757-1833', Firma Klm Private Limited, Calcutta.*
- *Ramaswamy, Vijaya (2013). 'The Song of the Loom', Prime Books, Gulmohar Park, New Delhi.*
- *Roy, Tirthankar (1993). 'Artisans and Industrialization: Indian Weaving in Twentieth Century', Oxford University Press, Delhi.*

[37] ১৮ই আগস্ট ২০১৬ সালে সকাল ১১.৩০ মিনিটে নেওয়া হয়েছে সাক্ষাতকারটি।

- *চক্রবর্তী, শুভাশিস (২০১৪). 'বাংলার তাঁত শিল্প –নদীয়া জেলার একটি সমীক্ষা', সেতু প্রকাশনী, কোলকাতা।*
- *চৌধুরী, সুশীল (২০১৪). 'পৃথিবীর তাঁতঘরঃ বাংলার বস্ত্রশিল্প ও বাণিজ্য', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, ক্যালকাটা ৭০০০০৯।*
- *নাগ, কল্যানি (নভেম্বের,১৯৯৪). ' শান্তিপুর প্রসঙ্গ-প্রথম খণ্ড ', রিনুয়া নাগ কতৃক প্রকাশিত।*
- *ভট্টাচার্য, কালীকৃষ্ণ (১৩৪৪ বঙ্গাব্দ). ' শান্তিপুর পরিচয় - প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ ', টপ প্রেস, ১/১৪, রূপচাঁদ মুখার্জি লেন, লীলাবাস, ভবানীপুর,কলিকাতা কতৃক প্রকাশিত।*